

سُورَةُ التَّوْحِيدِ مَكِّيَّةٌ

৩৯-সূরা আয্ যুমার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ৮ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়ঃ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় আল্লাহর নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ②

৩। নিশ্চয় আমরা সত্যসহ এই কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, অতএব তুমি আল্লাহর ইবাদত কর—আনুসত্যকে তাঁহারই জন্য বিগুহ করিয়া।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ③

৪। শুন! বিগুহ আনুসত্য কেবল আল্লাহরই জন্য। এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অনেকে বহুরূপে গ্রহণ করে, (এবং বলে যে) ‘আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য ইবাদত করি যেন তাহারা আমাদেরকে মর্যাদায় আল্লাহর নিকটবর্তী করিয়া দেয়’ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যাহার সমক্ষে তাহারা মতভেদ করিতেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সংপথে পরিচালিত করেন না।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ④

৫। যদি আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় সৃষ্টি হইতে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া লইতেন। তিনি পবিত্র ও মহান! তিনি আল্লাহ্‌ এক, প্রবল প্রতাপশালী।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَخْطَفَ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سِجْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤

৬। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন; তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (স্ব স্ব পথে) ধাবমান রহিয়াছে। শুন! তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমশালী।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ إِلِيلٌ عَلَى السَّهَارِ وَيَكُونُ السَّهَارُ عَلَى الْإِيلِ وَسَفَرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى الْأَمْ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ ⑥

৭। তিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্য হইতে আট

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَنِيَّةً أَنْزَلَ لَكُمْ خِلْقَتَكُمْ

জোড়া নাযেল করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃপুর্বে এক স্বজনের পর অন্য স্বজনে (পরিবর্তন করিয়া) দ্বিবিধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক — আধিপত্য তাহারই। তিনি বাতীত কোন মা'বুদ নাই। অতএব তোমরা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছ ?

فِي يَطْوُونَ أَعْهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِي فِي خَلْقِي فَلَيْتَ ذَلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَوَّرُونَ ۝

৮। যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মৃশাপেক্ষী নহেন। এবং তিনি তাহার বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে তিনি ইহা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তৎসম্মুখে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বন্ধুঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্মুখে সম্যক অবগত।

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْحَمُ الْكَافِرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৯। এবং যখনই মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ডাকিতে থাকে। এবং যখন তিনি নিজ সম্মিধান হইতে তাহাকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে পূর্বে যাহার জন্য তাহাকে ডাকিতেছিল উহা ভুলিয়া যায়, এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে যেন সে (লোকদিগকে) তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তুমি বল, 'হে মানব !' তুমি তোমার অস্বীকৃতি দ্বারা কিছু কাল ফায়দা ভোগ করিয়া গও, নিশ্চয় তুমি অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ طِينًا لَّيْسَ لَهُ شَرْكَاءُ ۚ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْ رَبِّهِ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لَهُ آتِدَاءً يُؤْخَلُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

১০। তবে যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রহরে সেজদা করিয়া এবং দণ্ডায়মান হইয়া পরম আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং পরকালকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে, সে কি (তাহার নাম হইতে পারে যে অবাধ্যতা করে)? তুমি বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে?' বস্তুতঃ ধীসম্পন্ন লোকগণই কেবল শিক্ষা লাভ করে।

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَا أَيْلٌ سَاجِدًا وَقَالًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

১১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাপণ যাহারা ঈমান আনিয়াছে ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর।' যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণ সাধন করে তাহাদের জন্য

قُلْ يُؤْبَاهُ الدِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ

কল্যাণই অবধারিত আছে। এবং আল্লাহর পৃথিবী সুপ্রশস্ত।
ধৈর্যশীলসপক্ষে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া
হইবে।

১২। তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি
আল্লাহর ইবাদত করি—তাঁহারই জন্য আনুগত্যকে বিস্তৃত
করিয়া;

১৩। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আশ্ব
সমর্পণকারীগণের মধ্যে প্রথম হই।'

১৪। তুমি বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা
করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবকে ভুগ্ন
করি।'

১৫। তুমি বল, 'আমি আল্লাহর ইবাদত করি— তাঁহারই
জন্য আমার আনুগত্যকে বিস্তৃত করিয়া।

১৬। 'তোমরা তাঁহাকে ছাড়া যাহার ইচ্ছা ইবাদত কর।' তুমি
বল, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা, যাহারা কিয়ামত দিবসে
নিজদিগকেও এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও ক্ষতিগ্রস্ত
করিয়াছে।' শুন! ইহাই হইতেছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১৭। তাহাদের উদ্দেশ্যে অগ্নির আবরণসমূহ থাকিবে এবং
তাহাদের নিম্নেও (তদনুরূপ) আবরণসমূহ থাকিবে। ইহাই সেই
বিষয়, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে সতর্ক
করিতেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমার তাকওয়া অবলম্বন
কর।'

১৮। এবং যাহারা পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের
ইবাদত হইতে আশ্রয়লাভ করে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়া
থাকে— তাহাদের জন্য মহা সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার
বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও,

১৯। যাহারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং উহার উত্তম
অংশের অনুসরণ করে তাহারাই ঐ সকল লোক,
যাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহারাই
প্রকৃত বৃদ্ধিমান।

২০। তবে যাহার উপর আশ্রয়বের আদেশ জারী হইয়া গিয়াছে
সে কি (রক্ষা পাইতে পারে)? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা
করিতে পার যে আগুনে আছে?

إِنَّمَا يُؤْتِي الضُّعِفُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ۝

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝

فَأَعْبُدْ مَا تَشْتَرُونَ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنْ الْخَيْرِ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

لَهُمْ مِنْ قَوْعِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ
ظُلُلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادُهُ يَبَادُونَ فَأَتَقَوْا ۝

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا
إِلَى اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

أَفَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنذِرُ
مَنْ فِي النَّارِ ۝

২১। কিছু যাহারা নিজদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য অবধারিত আছে বহু তল বিশিষ্ট বালাশানা, যাহার উপর অরও বালাশানা নির্মিত থাকিবে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَعَ اللَّهِ لَا يُغْلَفُ اللَّهُ الْيَعَادُ ①

২২। তুমি কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, ফলে উহাকে ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণের আকারে প্রবাহিত করেন; অতঃপর তিনি তদ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন? অতঃপর উহা যখন পাকিয়া শুকাইয়া যায় তখন তুমি উহাকে হলদবর্ণ দেখিতে পাস, যাহার পর তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় ইহাতে বৃক্ষিমান লোকদের জন্য সমরগীষ্ উপদেশ রহিয়াছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا غَضًّا لَيْفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مَصْفًى ثُمَّ يُعَلِّلُهُ يَوْمَ يَحْكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَأُولِي الْأَبْصَارِ ②

২৩। তবে যাহার বন্ধুকে আল্লাহ্‌ ইসলামের জন্য উল্লুজ করিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে (সমাগত) জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ বাজির সমান হইতে পারে যে এইরূপ নহে)? সূতরাং তাহাদের জন্য দুর্ভোগ যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র সমরণে কঠোর! উহারাই প্রকাশ্য প্রাপ্তির মধ্যে আছে।

أَفَنَنْسَخَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُؤْيٍ مِّنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِّلْفُصَيْيَةِ فَلَوْ بَدُّهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③

২৪। আল্লাহ্‌ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বানী নাযল করিয়াছেন, যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। ইহার (পাঠের) কারণে তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তৎপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের মন আল্লাহ্‌র সমরণে নরম হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ্‌র হেদায়াত, ইহার দ্বারা তিনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন। এবং যাহাকে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা নাই।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانًى تَقْشَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتُونُ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى مِنَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ④

২৫। তবে যে বাজি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট আযাব হইতে বাঁচিবার জন্য নিজ মুশমগুলকে চাল বানাইবে সে কি (জামাতবাসীর সমান হইতে পারিবে)? এবং যালেমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিতে উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

أَمَّنْ يَبْقَىٰ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ⑤

২৬। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদের উপর এমন দিক হইতে আযাব আসিয়াছিল যাহা তাহারা অনুমানও করিতে পারে নাই।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ⑥

২৭। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহজীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছেন, এবং পরকালের আযাব হইবে গুরুতর, হায় ! যদি তাহারা বুঝিত ।

২৮। এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

২৯। কুরআনকে আরবী ভাষায় বক্তৃতামূলক করিয়া (আমরা নামেল করিয়াছি), যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পারে ।

৩০। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির যাহার কয়েকজন এমন মালিক রহিয়াছে যাহারা পরস্পর মত বিরোধ রাখে এবং অপর এক ব্যক্তির যাহার মালিক পুরাপুরি এক-জনই। এই দুই জনের অবস্থা কি সমান হইতে পারে ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না ।

৩১। নিশ্চয় তুমিও মরণশীল এবং তাহারাও নিশ্চয় মরণশীল ।

৩২। অতঃপর নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে পরস্পর কলহ-বিবাদ করিবে ।

৩৩। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেন কে যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে যখন উহা তাহার নিকট আসে, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? জাহান্নামে কি কাফেরদের জন্য আবাসস্থল নাই ?

৩৪। এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) সত্য আনে এবং যে ব্যক্তি উহার ভুস্দীক (সত্যায়ন) করে— তাহারাই মুত্তাকী ।

৩৫। তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে সব কিছু তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখানে মওজুদ থাকিবে; ইহাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার,

৩৬। যেন আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টকে তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহাদের কৃত-কর্মের মাধ্যমে সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করেন ।

فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑤

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ⑥

فَرَأَيْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ⑦

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُجَلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ
وَرُجُلًا سَلَوًا إِرْجُلًا هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلُ الْاِحْدَى
لِلْأُخْرَى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑧

إِنَّكَ مِثْلُ وَإِنَّهُمْ مِثْلُونَ ⑨

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ⑩

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
بِالْبَيْتِ إِذْ جَاءَهُ الْيَسَى فِي جَهَنَّمَ مَتَوًى
لِّلْكَافِرِينَ ⑪

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَيْتِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ⑫

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاُ
الْحَسَنِينَ ⑬

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑭

৩৭। আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? তথাপি তাহারা তোমাকে তাঁহার পরিবর্তে লোকদের ভয় দেখায়। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিপথগামী সাবাস্ত করেন— তাহার জন্য অন্য কেহ পথ-প্রদর্শক নাই।

৩৮। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন— তাহার জন্য কেহই পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। আল্লাহ্ কি মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন?

৩৯। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন?' তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'তোমরা কি ডাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগকে ডাক, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার অনিষ্টকে দূর করিতে পারিবে? অথবা আল্লাহ্ আমাকে রহমত দান করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার রহমতকে রোধ করিতে পারিবে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁহারই উপর নির্ভরশীলগণ নির্ভর করিয়া থাকে।'

৪০। তুমি বল, 'হে আমার জাতি! তোমরা নিজ নিজ সাধা অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও (আমার সাধা অনুযায়ী কাজ) করিব, অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে,

৪১। কাহার উপর সেই আযাব আসে, যাহা তাহাকে লাক্ষিত করে এবং কাহার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হয়?

৪২। নিশ্চয় আমরা মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযেল করিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি সংগ্ৰহ অবলম্বন করে, বস্তুতঃ সে নিজেরই কল্যাণ সাধনে এইরূপ করে, এবং যে ব্যক্তি পথপ্রদর্শক হয়, বস্তুতঃ সে নিজেরই আশ্বাস ক্ষতি সাধনের জন্য পথপ্রদর্শক হয়। এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ।

৪৩। আল্লাহ্ মানুষের রূহকে তাহাদের মৃত্যুর সময় কবয করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের (এখনও) মৃত্যু হয় নাই (তাহাদের রূহকেও) তাহাদের নিদ্রাকালে (কবয করিয়া থাকেন)। অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাহাদের রূহকে ধরিয়া রাখেন, এবং অন্যগুলিকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ফিরাইয়া দেন। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ٣٧

وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ٣٨

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ تَسَوَّكَ تَعْلَمُونَ ٣٩

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٤٠

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهِ ٤١ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٤٢

اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْإِنْسَانُ جِنَّةً مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَوْتِهَا فَيَنْسِكُ الْبَاقِيَ عَلَىهَا الْكَوْنُ وَيُرْسِلُ الْآخِرَى إِلَى آجِلٍ مُسْتَعِدٍّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٤٣

৪৪। তাহারা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া শাফায়াতকারী দিগকে (সুপারিশকারী) ধরিয়াছে? তুমি বল, 'যদি তাহাদের কোন ক্ষমতা না থাকে, এবং তাহাদের কোন বুদ্ধিও না থাকে, তবে কি (তাহারা এইরূপ করিবে)?'

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তুমি বল, 'সকল প্রকার শাফায়াত (সুপারিশ) আল্লাহর ইচ্ছাচারে রহিয়াছে; আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাহারই। অতঃপর তাহারই দিকে তোমরা প্রতাবর্তিত হইবে।'

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাহাকে একক বলিয়া, তখন যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তরসমূহ ঘৃণায় সংকুচিত হয়, এবং যখন তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয় অমনি তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَدَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'হে আল্লাহ! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা; তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করিবে যে সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে।'

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে যদি যালেমগণ উহার সব কিছুর মালিক হইত, বরং উহার সঙ্গে তদনুরূপ আরও থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় উহা কিয়ামত দিবসে কঠোর আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তি-পন্থারূপ পেশ করিত; এবং আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের উপর এমন সবকিছু প্রকাশিত হইবে যাহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَعَةٍ لَا فِتْنَةً لَهُمْ مِنْ سِوَةِ اللَّهِ أَبَدَ يَوْمٍ الْعِزَّةُ لِلَّهِ الْوَحِيدِ الَّذِي يَمْلِكُ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, এবং যে বিষয়ে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَبَدَأَ لَهُمْ فِيهَا مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ وَيَبْدَأُ الْآخِرُ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যখন মানুষকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাদিগকে ডাকে। কিন্তু যখন আমরা তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কোন নেয়ামত দিই, তখন সে বলে, 'ইহা তো আমাদের আবার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হইয়াছে।' না, বরং ইহা এক পরীক্ষা; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

وَإِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ عُنْوَهُ قَالَ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইরূপ বলিত; কিন্তু তাহাদের 'প্রজ্ঞিত সম্পদ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

قَدْ كَانُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِتْنَةً وَأَعْلٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾

৫২। সূতরাং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের উপর আপতিত হইল; এই সকল লোকের মধ্য হইতেও যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের উপর তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল অবশ্যই আপতিত হইবে; এবং তাহারা (আল্লাহকে) অক্ষম করিতে পারিবে না।

৫৩। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয়্যকে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন? নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

৫১
২

৫৪। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের গ্রাণের উপর অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়;

৫৫। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর সেই আযাব আসিবার পূর্বে যাহা আসিবার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হইবে না;

৫৬। এবং তোমরা সর্বোত্তম শিক্ষার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ আযাব আসিবার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে তোমরা বৃথিতে পারিবে না,'

৫৭। পাছে যেন কোন ব্যক্তি এইরূপ না বলে যে, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি যে অবহেলা করিয়াছি উহার জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমি উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম,'

৫৮। অথবা পাছে কোন ব্যক্তি যেন না বলে যে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মুতাকীসগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম;

৫৯। অথবা যখন আযাবকে দেখিবে তখন যেন সে এইরূপ না বলে যে, 'যদি আমার জন্য (দুনিয়াতে) ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সংকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

৬০। (তখন তাহাকে বলা হইবে) 'নহে, বরং তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ আসিয়াছিল — তখন তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَهُمْ يُعْزِزُونَ ﴿٥٢﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

قُلْ يُعِزُّهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٥﴾

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْزَنُ عَلَيَّ مَا فَعَلْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٥٧﴾

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

أَوْ تَقُولَ لِمَنْ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ

وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ①

বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং অহংকার করিয়াছিলেন এবং কাফেরদের মধ্যে शामिल হইয়াছিলেন ।'

৬১ । এবং যাহারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, কিয়ামত দিবসে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ । অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল নাই ?

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُاْ عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ②

৬২ । এবং আল্লাহ্ মুতাকীসগকে তাহাদের সফলতাসহ উদ্ধার করিবেন, কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

وَيُنْفِخُ اللَّهُ فِي الصُّورِ ③ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ④

৬৩ । আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর অভিভাবক ।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ⑤

৬৪ । আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁহারই হাতে আছে, এবং যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবনীকে অস্বীকার করে তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত ।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ⑥ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِ رُسُلِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑦

৬৫ । তুমি বল, হে জাহিলগণ ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিতে আদেশ দিতেছ ?

قُلْ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ⑧

৬৬ । অথচ আল্লাহর তরফ হইতে তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট ওহী করা হইয়াছিল যে, যদি তুমি শিরক কর তাহা হইলে তোমার কর্ম বৃথা যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْحَطَنَّ عَنْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑨

৬৭ । বরং আল্লাহর ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে शामिल হও ।

بَلَىٰ اللَّهُ فَاعْبُدْهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ⑩

৬৮ । এবং তাহারা আল্লাহর (উপাবলীর) যথাযথ মন্যায়ন করিতে পারে নাই । এবং কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইবে এবং আকাশসমূহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ওঠানো থাকিবে । তিনি পবিত্র ও মহান, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহার সহিত যাহাকে শরীক করে, উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্ব ।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرَهُ ۖ فِي الْأَرْضِ جَنِينَ ⑪ بَصُغَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَّا يُشْرِكُونَ ⑫

৬৯ । এবং যখন শিরায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা মর্ছিত হইয়া পড়িবে, কেবল তাহারা ব্যতীত যাহাদিগকে আল্লাহ্ (বাদ রাখিত) চাহিবেন । অতঃপর ইহাতে দ্বিতীয় বার ফুৎকার দেওয়া হইবে,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ ⑬ فَإِذَا هُمْ دِيَارٌ يَنْظُرُونَ ⑭

তখন দেখ! সহসা তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া (নিজেদের বিচারের জন্য) অপেক্ষমান হইবে।

৭০। এবং পৃথিবী তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং কিতাব সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে সৃবিচার করা হইবে এবং তাহাদের উপর অবিচার করা হইবে না।

৭১। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে করিয়াছে উহার পূর্ণ পরিমাণে প্রতিদান দেওয়া হইবে। এবং তাহারা যাহা কিছু করে তিনি উহা সর্বাধিক জানেন।

৭২। এবং কাফেরদিগকে দলে দলে তাহানামের দিকে হাঁকাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে, এমন কি যখন তাহারা ইহার নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসেন নাই যাঁহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া গুনাইতেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের বাক্য (যাহা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল) পূর্ণ হইল।'।

৭৩। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তথায় তোমরা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল অতীব মন্দ।'।

৭৪। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহাদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে, এমনকি যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, এবং উহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক, তোমরা সুখী হও, অতএব তোমরা ইহাতে চিরকাল অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর।'।

৭৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সহিত কৃত তাহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাদের উপর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন,

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِالتَّيِّبِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَفُتِحَتْ بَيْنَهُمُ الْبَابُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑩

وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ عَمَلٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ⑪

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ⑫

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَوْسَىٰ الْمُكَرِّمِينَ ⑬

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ مِنِّي ۖ قَالُوا خَالِدُونَ ⑭

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ

আমরা জাহ্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব।' বস্তুতঃ
সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান কতই না উত্তম !

أَجْرُ الْعَالِينَ ۝

৭৬। এবং তুমি ক্ষিরিশতাপনকে আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ
অবস্থায় দেখিবে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের
সকলের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং বলা
হইবে যে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের
প্রতিপালক।'।

وَرَأَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُخَبِّرُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ
بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝